কৃষি বিপণন অধিদপ্তর গঠনের প্রেক্ষাপটঃ দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির পূর্বশর্ত হলো কৃষিপণ্যের সময়োপযোগী ও বাস্তব বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে না পারলে অর্থাৎ কৃষকের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে না পারলে উৎপাদন ধারা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কার্যকর কৃষিপণ্য বিপণন ব্যবস্থা কৃষি উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। এই সত্য উপলব্ধি করে ১৯২৮ সালে তৎকালীন রয়েল কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৩৪ সন থেকে এই উপমহাদেশে সরকারীভাবে কৃষি বিপণন বিষয়ক কার্যক্রম এর সূচনা হয়।
তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রতিযোগীতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবঙ কৃষি খাতের অপার সম্ভাবনার প্রেক্ষাপটে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর একটি সমন্বিত,দক্ষ ও বাজারমূখী বিপণন ব্যবস্থা কার্যকর করা যা কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের ন্যা য্যমূল্য প্রাপ্তি, ভোক্তাদের সহনীয় মূল্যে পণ্য সরবরাহ এবং সার্বিকভাবে কৃষিখাত থেকে অর্থনীতিতে সর্বোচ্চ মূল্য সংযোজনের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

ভিশনঃ
উৎপাদক,বিক্রেতা ও ভোক্ত সহায়ক কৃষি বিপণন ব্যবস্থা এবং কৃষি ব্যবসা উন্নয়নের মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখা।

মিশনঃ

- কৃষি পণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরুপণ,মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ পূর্বক অথ্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্যের আগাম প্রক্ষেপণ ও এ বিষয়ে তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্রচার করা।
- আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামা নির্মাণ এবং কৃষি পণ্যের সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ বাজার ব্যবস্থা গড়ে তোলা।
- কৃষক বিপণন গ্রুপ/দল গঠন এবং উৎপাদক ও বিক্রেতার সাথে ভোক্তার সংযোগ স্থাপনে সহায়তা দান।
- কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনের মাধ্যমে কৃষি ও কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানী বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- কৃষক ও ব্যবসায়ীদের কৃষিপণ্যের গ্রেডিং,সর্টিং,প্যাকেজিং,প্রক্রিয়াজাতকরণ ও সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঋণ ও বিপণন সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন কাযর্ক্রম অব্যাহত রাখা।